স্বর্গীয় সতীশচন্দ্র সরকার মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত

হ্যানিম্যান হল

মুর্শিদাবাদ জেলার আদি ও শ্রেষ্ঠতম

হোমিও প্রতিষ্ঠান

হোমিওপ্যাথিক ও বাইওকেমিক ঔষধ কলিকাতার দরে বিক্রয় হয়। পাইকারী গ্রাহকদের বিশেষ সুযোগ ও সুবিধা দেওয়া হয় আমরা যত্নের সহিত ভি. পি. যোগে মফঃস্বলে ঔষধ সরবরাহ করি।

হোমিও পেটেন্ট **"আইওলিন"**

চক্ষু ওঠায় ফল সুনিশ্চিত।

হ্যানিম্যান হল, খাগড়া, মুর্শিদাবাদ

বিঃ দ্রঃ—কোন ব্রাঞ্চ নাই।

Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

বহরমপুর এক্সরে ক্লিনিক

জল গম্বুজের নিকট

পোঃ বহরমপুর ঃ মুর্শিদাবাদ

জেলার প্রথম বেসরকারী প্রচেষ্টা

★ বিশেষ যত্ন সহকারে রোগিদের এক্সরের সাহায্যে রোগ পরীক্ষা করিয়া ব্যবস্থা করা হয়।

★ যথা সত্বর কাজ করা আমাদের বিশেষত্ব।

★ কলিকাতার মত এক্সরে করা হয়।

★ দিবারাত্রি খোলা থাকে।

জেলাবাসীর সহানুভূতি ও সহযোগিতা প্রার্থনীয়।

৪৯শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—৭ই কার্ত্তিক বুধবার ১৩৬৯ ইংরাজী 24th Oct. 1962 | ২৪শ সংখ্যা

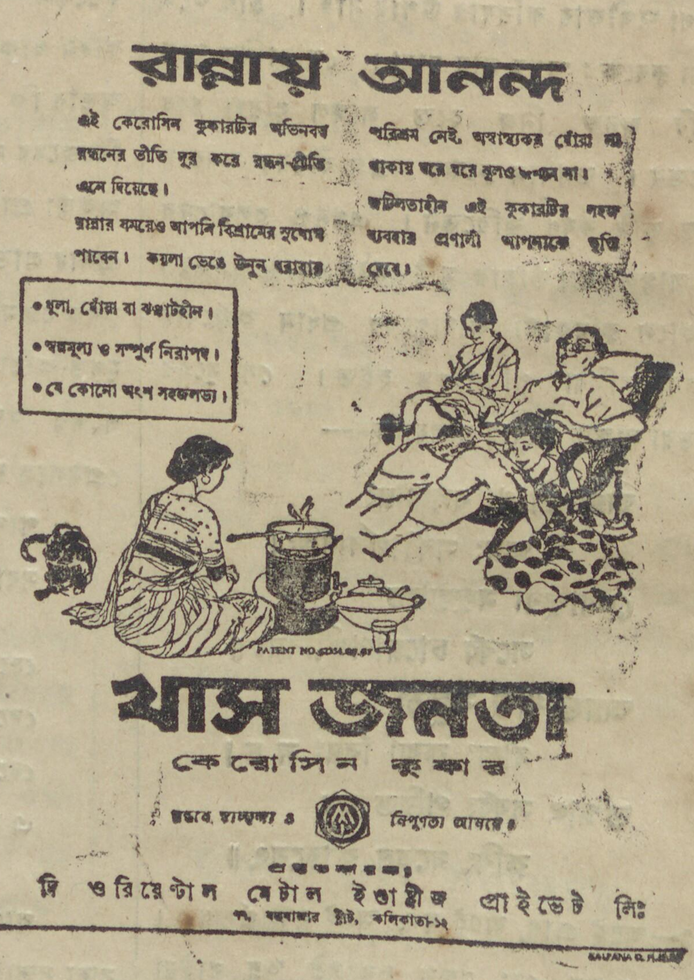

জঙ্গিপুর সংবাদ সাপ্তাহিক সংবাদপত্র।

বার্ষিক মূল্য ২·২৫ নঃ পঃ, নগদ মূল্য ০৬ নঃ পঃ। বিজ্ঞাপনের হার প্রতিবার প্রতি লাইন ৫০ নঃ পঃ। দুই টাকার কমে কোন বিজ্ঞাপন ছাপান হয় না। স্থায়ী বিজ্ঞাপনের জন্য পত্র লিখুন। ইংরাজী বিজ্ঞাপনের দর বাংলার দ্বিগুণ।

বিনীত—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)

হাতে কাটা

বিশুদ্ধ পৈতা

পণ্ডিত-প্রেসে পাইবেন।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

৭ই কার্ত্তিক বুধবার সন ১৩৬৯ সাল।

খাদ্য

—০—

জীব মাত্রেরই বাঁচিয়া থাকিতে হইলে খাদ্যই সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। আমাদের বাঙলা দেশে মানুষের প্রধান খাদ্যই অন্ন। এই অন্ন হয় ধান্য হইতে। ধান্য কৃষিকার্য্যের দ্বারা উৎপন্ন হইয়া থাকে। সুতরাং আমাদের দেশের নিরক্ষর অবহেলিত কৃষককুল যে আমাদের অন্নের উৎপাদক এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। চাষ করে বলিয়া কৃষকের অপর নাম চাষা। পৌরাণিক যুগে রাজর্ষি জনক নিজ হস্তে লাঙ্গল ধরিয়া চাষ করিতেন। ভগবান কৃষ্ণের অগ্রজ বীরবর বলরাম স্বহস্তে ভূমি কর্ষণ করিতেন। এখনও বলরামের স্কন্ধে লাঙ্গল দিয়া তাঁহার মূর্ত্তি গঠন করিতে হয়। পুরাকালে কৃষিকার্য্য আর্য্যগণের প্রধান কর্ত্তব্যের অন্যতম বলিয়া পরিগণিত হইত। সে যুগের পণ্ডিতরা সংস্কৃত ভাষায় বলিয়াছেন—

অন্নং প্রাণা বলঞ্চান্নং
অন্নং সর্ব্বার্থসাধকং।
দেবাসুরা মনুষ্যাশ্চ
সর্ব্বে চান্নোপজীবিনঃ॥
অন্নস্য ধান্য সম্ভূতং
ধান্যং কৃষ্যা বিনা ন চ।
তস্মাৎ সর্ব্বং পরিত্যজ্য
কৃষিং যত্নেন কারয়েৎ॥

অর্থ :—অন্নই প্রাণ, অন্নই বল, অন্নই সর্ব্বার্থসাধক। দেবতা, অসুর এবং মনুষ্য সকলেই অন্ন খাইয়া জীবন ধারণ করেন। অন্ন হয় ধান্য হইতে আবার কৃষিকার্য্য ভিন্ন ধান্য হয় না। অতএব সকল কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া যত্নের সহিত কৃষিকার্য্য সকলেরই অবশ্য কর্ত্তব্য।

আজ "চাষা" শব্দটী গালাগালি বলিয়া গণ্য হইতেছে। কেহ যদি কাহাকেও চাষা বলে, তাহাতে তাহার অপমান বলিয়া বোধ হয়। আমাদের দেশের কৃষককুল অধিকাংশই লেখাপড়ার বড় একটা ধার ধারিত না। ছেলে পাঁচ কিংবা সাত বৎসরের হইতেই তাহার হাতে পাঁচনী নামক গো-তাড়ন দণ্ড দেওয়া হইত। এই সকল বালকের পিতা-মাতারা ছেলেদিগকে পাঠশালায় পাঠাবার বিরোধী ছিলেন। তাঁদের মুখের কথাই ছিল—চাষার ছেলে লেখাপড়া শিখে কি করবে। ভদ্রলোকদের ছেলের মত ছকা পাঞ্জা—হয়কে নয়, নয়কে হয় করতে শিখবে। পাঁচনী ছিল তাদের কৃষিকার্য্যের হাতে খড়ি। যেমন যেমন বয়স হতো তেমনি তেমনি এক আধটুকু ক'রে লাঙ্গল ধরতে শিখতো। লাঙ্গল বাহিতে শিখলেই মা বাপে মনে করতেন—বাছা আমার মানুষ হ'য়েছে, আর দুখ কদিন থাকবে? হালের মুঠো ধরতে শিখলে আর অভাব কি? নিজেদের মধ্যে আলাপ আলোচনায় নিজেদের সক্ষমতা এবং তথাকথিত ভদ্রসমাজভুক্ত অকর্ম্মা প্রাণীগুলির অক্ষমতা তুলনা করিয়া আত্ম-প্রসাদ লাভ করিত। আমরা আমাদের প্রতিবেশী কৃষক প্রেমলাল দাদার মুখে গান শুনিয়া সে গানটী মুখস্থ করিয়া রাখিয়াছি। এখনও গানটীর প্রতি শব্দের সত্যতা অনুভব করিয়া আনন্দ পাই। প্রেমলাল দাদা গান গাইতেন—

পাপ না হ'লে পুণ্যের কি মান্য হতো!
সবাই যদি রাজা হতো রাজস্ব বা
কে দিতো!
দেশের বিচার কি সূক্ষ (সূক্ষ্ম),
দেখে হয় মনে দুঃখ,
দেশের যারা অন্নদাতা তারাই সব মূর্খ,
এ সব মূর্খ নইলে পণ্ডিতেরা
পঞ্জিকা চুষে খেতো।
পাপ না হ'লে পুণ্যের কি মান্য হতো।

সত্য সত্যই আজ পঞ্জিকা চুষিয়া খাইতে হকদার পণ্ডিতজীর দল বে-আইনী আইন তৈরী করিয়া, যাহারা মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া নিজেদের এবং দেশের খাদ্য-সমস্যার সমাধান করে তাহাদের শ্রমলব্ধ ধান্য জোর করিয়া নিজেদের খেয়াল খুসি মত নির্দ্দিষ্ট দাম স্থির করিয়া লইয়া যাইতেছে। ইংরাজ কৃত এই লুটের আইন তাহাদের বাঁধনমুক্ত তথাকথিত স্বাধীন দেশেও সমানে চলিতেছে দেখিয়া মনে হয়—

কেউ মরে বিল ছিঁচে কেউ খায় কই।
যার ধন তার ধন নয়, নেপোয় মারে দই।

পুরাতন চাউলের সহিত নূতন চাউল মিশ্রিত

সংবাদে প্রকাশ পুরাতন চাউলের সহিত নূতন আউস চাউল মিশ্রিত করিয়া স্থানীয় কোন কোন ব্যবসাদার তাঁদের 'মহাজন' নামের সার্থকতা রক্ষা করিতেছেন। মনের অগোচরে পাপকর্ম্ম করা হয় না। যাঁহারা উক্ত পুণ্যকার্য্য করিতেছেন তাঁহারা দু'পয়সা মুনাফার জন্যই উহা করিতেছেন।

ট্রাকযোগে চাউল চালান

জঙ্গিপুর রোড ও মিঞাপুরের চাউলের আড়তগুলি হইতে প্রত্যহ ট্রাকযোগে ধুলিয়ানে চাউল চালান হইতেছে। ধুলিয়ান হইতে উহা কোথায় যাইতেছে তাহা বিভাগীয় কর্ত্তৃপক্ষরাই বলিতে পারিবেন।

প্রতি পনের ঘণ্টায় একটি সশস্ত্র ডাকাতি

পশ্চিমবঙ্গে কলিকাতা বাদে প্রতি ১৫ ঘণ্টায় একটি করিয়া সশস্ত্র ডাকাতি হইতেছে। পশ্চিমবঙ্গ গোয়েন্দা বিভাগের সূত্র তথ্যটি জানা গিয়াছে। গত বৎসরের তুলনায় ডাকাতির সংখ্যাও দেড় গুণ বেশী। ১৯৬২ সালের ১৩ই অক্টোবর পর্য্যন্ত কলিকাতা বাদে পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য জেলায় ৫৮১টি ডাকাতি হইয়াছে। গত বৎসর ঐ সংখ্যা ছিল ৪৩৩। দা, লাঠি, বর্শা প্রভৃতির পরিবর্তে বন্দুক, রিভলবার এবং হাত বোমাই বর্তমানে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ডাকাত দলের হাতিয়ার।

'আনন্দবাজার পত্রিকা'

বোন ফোঁটা

॥ সু—মো—দে ॥

ভাই পরবে নতুন ধুতি
খাবে মেঠাই গোটা,
বোন বলে কি উপোস থেকে
ভাইকে দোব ফোঁটা ?
গাঁথব হাতে শিউলি মালা
সইব খিদে পেটের জ্বালা ?
দীপ জ্বালাব, শাঁখ বাজাব
ভাইকে বরণ করে,
গোটা-গোটা মণ্ডা-মেঠাই
খোব রেকাব ভরে ?
'ভাই ফোঁটা'টি লিখ্‌ছে পাঁজি
দাদা-ভাইয়ের এ কারসাজি
'বোন ফোঁটা'টি থাকলে পরে
হোত কি কার দোষ ?
বোনরাও সব খুশি হতুম
থাকত না আফশোস্‌।

আলোর মেয়ে

॥ সু—মো—দে ॥

কালো মেয়ের রূপের আলোয়
সারা জগত আলোর-আলো,
রূপ-মাধুরীর ছটায় পালায়
অমানিশার জমাট-কালো।
কালীর চরণ বক্ষে ধরে
পরমতৃপ্তে শায়িত শিব
দিগম্বরী কালো মেয়ে
লজ্জা পেয়ে কেটেছে জিভ্‌ ?
ঐ রূপেতেই পূজ্যা কালী
রামপ্রসাদের মন ভুলালো।
পরমপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ
ঐ মুরতি পূজন করে
কালো মেয়ের রাতুল-চরণ
দেখ্‌লো দিব্য নয়ন ভরে।
ঐ বিভূতি বিবেকানন্দে
পাগল-ঠাকুর নিজে দেখালো,
কালো মেয়ের রূপ-কমলে
বিশ্ববাসীর মন মজালো।

Tender Notice

Sealed tenders are invited for construction of the Stage and Auditorium of Jangipur Rabindra Bhawan according to plan and specification. For particulars intending contractors are requested to contact the undersigned. Tenders with estimate to be submitted to the undersigned by 7. 11. 62.

24. 10. 62

Rohini Kumar Roy
Secretary,
Jangipur Rabindra Bhawan
Nirman Samiti.

নিলামের ইস্তাহার

চৌকি জঙ্গিপুর ১ম মুন্সেফী আদালত

নিলামের দিন ৫ই নভেম্বর ১৯৬২

১৯৬১ সালের ডিক্রীজারী

৯৩ মনি ডিঃ পঙ্কজকুমার মুখোপাধ্যায় দিং দেং পাগেশ্বর মাঝি দাবি ৫৭১ টাকা ৪৫ নঃ পঃ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে কুলরী জমি ২৩, ২১, ২'১৪, '৪ শতক জমা ১৶৬, ৩/৩, ১০৬৯ আঃ ১০০৲, ১০০৲, ৮৫০৲, ৩৫৲ খং ২৯৪, ২৯৫, ২৯৬, ৫৭

১৯৬২ সালের ডিক্রীজারী

১০০ মনি ডিঃ শ্যামাচরণ সরকার দেং তরুলতা দাসী দাবি ২৮৬ টাকা ৯২ নঃ পঃ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে বালিঘাটা ৫ শতকের কাত ২-১৬ নঃ পঃ খং ১১০ ২নং লাট মৌজাদি ঐ ২ শতকের কাত ১-১৫ নঃ পঃ মায় তদুপরিস্থিত পোক্তা গৃহাদি সহ আঃ ২৮৫৲ খং ১১১ হোল্ডিং নং ১৬৪ ওয়ার্ড নং ৩

নিলামের দিন ১২ই নভেম্বর ১৯৬২

১৭ অন্য ডিঃ সাবিত্রীসুন্দরী দেবী দেং সাত্তার হোসেন দিং দাবি ৩৮ টাকা ৩৪ নঃ পঃ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে কাশিয়াডাঙ্গা ৪৫ শতক খাজনার যোগ্য তন্মধ্যে ২২½ শতক আঃ ১৫০৲ খং ৮৫

চৌকি জঙ্গিপুর ২য় মুন্সেফী আদালত

নিলামের দিন ১৯শে নভেম্বর ১৯৬২

১৯৬২ সালের ডিক্রীজারী

২৪ মনি ডিঃ কুলেশচন্দ্র দাস দেং আনতাব হোসেন দাবি ৮৭১ টাকা ৯৩ নঃ পঃ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে জরুর ৪-২৫ শতকের কাত ২৪৲ তন্মধ্যে ৵০ আনা অংশ আঃ ২০০৲ খং ৩২৮ রায়ত স্থিতিবান স্বত্ব ২নং লাট থানা সমসেরগঞ্জ মৌজে সেরপুর ৪০ শতকের কাত ৩-৫৮ নঃ পঃ মধ্যে ।০ আনা অংশ আঃ ১০০৲ খং ২১১ ঐ স্বত্ব ৩নং লাট মৌজাদি ঐ ১১ শতকের কাত ৬-১২ নঃ পঃ মধ্যে ।০ আনা অংশ আঃ ১০০৲ খং ২২৭

২৪ অন্য ডিঃ পরীক্ষিত মণ্ডল দেং চণ্ডীচরণ মণ্ডল দাবি ১১৬ টাকা ৩৩ নঃ পঃ থানা সাগরদীঘি মৌজে বড়গড়া ১০ শতক জমি আঃ ২৫৲ খং ৯০০ রায়ত স্থিতিবান স্বত্ব ২নং লাট মৌজাদি ঐ ২১ শতক জমি আঃ ২৫৲ খং ৪২২ ঐ স্বত্ব

চৌকি জঙ্গিপুর এস, ডি, ও, আদালত

নিলামের দিন ১২ই নভেম্বর ১৯৬২

১৯৬০ সালের ডিক্রীজারী

৭ ভাগচাষ ডিঃ দিগম্বর চট্টোপাধ্যায় দেং রতিকান্ত মণ্ডল দাবি ৫৬ টাকা ৭০ নঃ পঃ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে সিমলা ৯৩ শতকের কাত ৬৸০ তন্মধ্যে ৫৩ শতক খং ৩৪৫ ২নং লাট মৌজাদি ঐ ৭৩ শতকের কাত ৪।৶৭ তন্মধ্যে ১২ শতক আঃ ৫০৲ খং ২৬১

শ্রীআলামোহন দাশ অসুস্থ

দাশনগরের (হাওড়া) বিশিষ্ট শিল্পপতি কর্ম্মবীর শ্রীআলামোহন দাশ মহাশয় গুরুতররূপে অসুস্থ হইয়া গত ৭ঠা কার্ত্তিক রবিবার কলিকাতার পার্ক নার্সিং হোমে চিকিৎসার জন্য স্থানান্তরিত হইয়াছেন।

বিশ্বস্ততার প্রতীক

গত আশী বছর ধরে জবাকুসুম কেশ তৈল প্রস্তুতকারক হিসাবে সি, কে, সেনের নাম সবাই জানেন তাই খাঁটী আমলা তেল কিনতে হলে সি, কে, সেনের আমলা তেল কিনতে ভুলবেন না। সি, কে, সেনের আমলা তেল কেশবর্দ্ধক ও স্নায়ু স্নিগ্ধকর।

সি, কে, সেনের

আমলা কেশ তৈল

সি, কে, সেন এণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ
জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা-১২

শীতে ব্যবহারোপযোগী

মৃতসঞ্জীবনী সুধা, মহাদ্রাক্ষারিষ্ট চ্যবনপ্রাশ

ঢাকা আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মেসী লিঃ ও

সাধনা ঔষধালয়ের প্রস্তুত

যাবতীয় কবিরাজী ঔষধ কোম্পানীর দামে আমাদের এখানে পাবেন।

এজেণ্ট—শ্রীননীগোপাল সেন, কবিরাজ

আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মেসী। রঘুনাথগঞ্জ (সদরঘাট)

প্রাথমিক, মধ্য, উচ্চ এবং বহুমুখী বিদ্যালয়ের যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ইত্যাদি ও অঞ্চল পঞ্চায়েৎ, গ্রাম পঞ্চায়েৎ, ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়, কো-অপারেটিভ রুরাল সোসাইটী, ব্যাঙ্কের যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার ইত্যাদি

সর্বদা সুলভ মূল্যে বিক্রয় হয়

রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে ডেলিভারী দেওয়া হয়

আর্ট ইউনিয়ন

সিটি সেলস অফিস
৮০/৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলি-৯
টেলি: 'আর্ট ইউনিয়ন' কলি:

সেলস অফিস ও শোরুম
৮০।১৫, গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬
ফোন: ৫৫-৪৩৬৬

আমেরিকায় আবিষ্কৃত

ইলেকট্রিক সলিউসন

— দ্বারা —

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়:—

আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য কিন্তু যাঁহারা জটিল রোগে ভুগিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, যৌবনশক্তিহীনতা, স্বপ্নবিকার, প্রদর, অজীর্ণ, অম্ল, বহুমূত্র ও অন্যান্য প্রস্রাবদোষ, বাত, হিষ্টিরিয়া, সূতিকা, ধাতুপুষ্টি প্রভৃতিতে অব্যর্থ পরীক্ষা করুন! আমেরিকার সুবিখ্যাত ডাক্তার পটাল সাহেবের আবিষ্কৃত তড়িৎশক্তিবলে প্রস্তুত ইলেকট্রিক সলিউসন' ঔষধের আশ্চর্য্য ফল দেখিয়া মন্ত্রমুগ্ধ হইবেন। প্রতি বৎসর অসংখ্য মুমূর্ষু রোগী নবজীবন লাভ করিতেছে। প্রতি শিশি ২৲ দুই টাকা ও মাশুলাদি ১'১৯ এক টাকা উনিশ নয়া পঃসা।

সোল এজেণ্ট:—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা

ফতেপুর, পোঃ—গার্ডেনরিচ, কলিকাতা—২৪

শ্রীঅরুণ

কমার্শিয়াল আর্টিষ্ট ও ফটোগ্রাফার

ছায়াবাণী সিনেমার সম্মুখে

পোঃ রঘুনাথগঞ্জ — মুর্শিদাবাদ

ফটো তোলা, ফটো ওয়াশ, প্রিন্ট ও এনলার্জ করা, সিনেমা স্লাইড তৈরী প্রভৃতি যাবতীয় কাজ এবং নানাপ্রকার ছবি ও সূচীকার্য্য সুন্দররূপে বাঁধান হয়

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।